দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 01 SEP 2007
পৃষ্ঠা কলাম

সরকারী প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতি

ইনকিলাব রিপোর্ট : সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও দলীয়করণ ছিল প্রাথমিক শিক্ষা খাতে বিগত জোট সরকারের শীর্ষ দুর্নীতি। মৌখিক পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়ে দিয়ে চাকরিপ্রাপ্তি নিশ্চিত করার কথা বলে গ্রামের বেকার তরুণ-তরুণীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। অনেকে এক থেকে দেড় লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ দিয়ে চাকরি নিয়েছেন। সংসদ সদস্য, প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী, সরকার দলীয় রাজনীতিক নেতৃবৃন্দের সমন্বয়ে গড়ে সিন্ডিকেট এই টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে এই টাকার খেলা ছিল 'ওপেন সিক্রেট'। এসব দুর্নীতির ঘটনা এখনো তদন্তের মুখ দেখেনি। জানা গেছে, ২০০৩ সালের ১৭ অক্টোবর

পৃ: ২ : ক: ৪

প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় সারাদেশ থেকে ৩ লাখ ২৬ হাজার পরীক্ষার্থী অংশ নেয়। অধিকাংশ জেলা এবং উপজেলা থেকে 'একটি পদের বিপরীতে সর্বাধিক পরীক্ষার্থীর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় ২০০৪ সালের এপ্রিল মাসে। চার সহস্রাধিক পদে সহকারী শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় ৬৩ হাজার ৫০৯ জন পরীক্ষার্থী। ৩১ মে'র মধ্যে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করে ফল পাঠানোর জন্য জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর। ব্যাপক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মৌখিক পরীক্ষায় অধিক নম্বর থাকার সুযোগে সরকার দলীয় সংসদ সদস্য, কিছু সংখ্যক সরকার দলীয় নেতা, জেলা প্রশাসন ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কতিপয় দুর্নীতিবাজ কর্মচারী-কর্মচারী চাকরি পাইয়ে দেয়ার নামে প্রার্থীদের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়। তাছাড়া জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা শিক্ষক নিয়োগে সরাসরি প্রভাব বিস্তার করেছেন। অভিযোগ রয়েছে, শূন্য পদগুলোতে কাদের নিয়োগ দেয়া হবে সে সিদ্ধান্ত আগেই নেয়া হয়। জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের সুপারিশের ভিত্তিতে প্রতিটি পদের বিপরীতে এক লাখ থেকে সর্বোচ্চ দু'লাখ টাকা পর্যন্ত গ্রহণ করে এই নিয়োগ নিশ্চিত করা হয়। জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে গঠিত মৌখিক পরীক্ষা বোর্ডের সদস্য সচিব হলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার। জেলা প্রশাসকের প্রস্তাব অনুযায়ী এই বোর্ডে সচিবের একজন ও মহাপরিচালকের একজন প্রতিনিধি থাকেন। কলেজের অধ্যাপক বা বিদ্যোৎসাহীদের মধ্য থেকেও সদস্য মনোনীত করার বিধান থাকলেও তাদের বাইরে থেকে সদস্য মনোনয়নের সুযোগ রয়েছে। এই সুযোগে অনেক সরকার দলীয় রাজনীতিবিদ মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডের সদস্য হিসেবে মনোনয়ন পেয়েছেন। তারা বোর্ডের সদস্য হয়ে সরাসরি আর্থিক দুর্নীতি করেছেন ও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়েছেন। দলীয় কর্মী ও তাদের আত্মীয়-স্বজনদের চাকরি নিশ্চিত করেছেন।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির কারণে সরকার ব্যাপক সমালোচনার মুখে পড়ে। যে কারণে শেষ পর্যন্ত শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও দলীয়করণের জন্য প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা অধ্যাপিকা জাহানারা বেগমের দায়িত্ব সিজ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া নিজে সরাসরি সরকারের শেষ দিন পর্যন্ত এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন।